

## ধর্ম জ্ঞানের অস্তিত্ব ও প্রয়োজন

মো: জামিলুল বাসার

### ধর্ম কি?

যাহা ধারণ করে তাহাই ধর্ম। ‘ধৃ’ ধাতু ধরা, ধারণই ধর্ম (বেদ) ধর্মই ধরণী, ধরণীই ধর্ম।। আরবী ‘আর্দ্ব’ অর্থ বস্তু বা ধরণী, দুনিয়া অর্থ পৃথিবী। অ্যাটম, প্রোটন ইত্যাদিও আজ ‘আর্দ্ব’ বস্তু বা ধরণী; কারণ উহা মানুষ ধরে ফেলেছে এবং ধরে দেখেছে উহাদেরও ধর্ম আছে। সুতরাং বস্তু বলতে যা-ই বুঝায় তাইই ধরণী, তাইই ধর্মের অধীন।

**পুনশ্চঃ** কর্ম মানেই ধর্ম। ভালোকর্ম = ভালোধর্ম = আন্তিক; খারাপ কর্ম = খারাপ ধর্ম = নাস্তিক। কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ কর্ম, সকল জাতির মূল ধর্ম গ্রন্থ উহার স্থায়ী সমাধান দেয়।

**পুনশ্চঃ** ধর্ম মানে নিয়ম, শৃংখলা, আইন বা সংবিধান। ঘরে বাইরে, কোর্ট-হাজত, অফিস-আদালত, রাজনীতি, সমাজনীতি, আন্তিক-নাস্তিকনীতি; গাছপালা, পশু-পক্ষি, পোকা মাকড় সবই ধর্মের অধীন, সর্বত্রই ধর্মের কর্ম ও কর্মের ধর্ম।

ধর্মের অধীন থেকে যারা ধর্ম-কর্মকে অস্বীকার করে এরা মূলতঃ উশৃংখল বা অপ্রকৃতস্থ। তবে হ্যাঁ গড, ঈশ্বর, ভগবান, আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ করা না করা ধর্মের বা জীবনের শেষ পর্যায়ের এবং সর্ব কালের সর্ব জটিলতর প্রশ্ন। এ প্রশ্নটি ২/৫শ বছর যখন মানুষ বাঁচবে তখনই এনিয়ে বাড়াবাড়ি করার উপযুক্ত সময় হতে পারে; তবে সহজ সমাধান স্বীকার বা অস্বীকার। এ নিয়ে একক মানব পরিবারের মধ্যে ঝগড়া-ফাছাদ, সমুহ অশান্তি সৃষ্টি কঠিনভাবেই ধর্মগ্রন্থে নিষিদ্ধ এবং উহার মীমাংসা সুত্র প্রধানতঃ আন্তিক-নাস্তিকদের হাতে নেই বলেই তা আল্লাহর এখতিয়ারে বা ন্যস্ত।

বিবর্তনের ধারায় গ্যাস, বাতাস, তরল, বস্তু, ভিড-উদ্ভিদ ও জীবের এবং তাদের ধর্মের তুলনায় মানুষ ও তার ধর্ম দু’মুখী বা বহুমুখী বা ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রমটিও বিবর্তনের ধারার অধীন; যাতে মানুষের নিজস্ব গৌরব বা অহঙ্কার করার কোনই হেতু নেই। কারণ সে বস্তুর হুদ-বদল, উলট-পালট বা থাকা বস্তুর সন্ধান বা আবিষ্কার ছাড়া নিজে কিছু সৃষ্টি করতে পারছে না বা কোন দিনই পারবে না। কোরান বলে, ‘ইন্নি যায়েলুন ফিল আর্দ্ব খলীফা; অর্থাৎ মানুষ বস্তুর (স্রষ্টা নয়) ব্যবহার-ভোগের মালিক, নেতা-প্রতিনিধি।

প্রয়োজন, সুখ, কোঁতুহল ও প্রশ্নের তাগিদে মানুষ এযাবৎ যত গবেষণা, যত আবিষ্কার ও যতগুলি প্রশ্নের সমাধান করেছে তার সঙ্গে সঙ্গে ততোধিক প্রয়োজন ও ততোধিক দুর্ভেদ্য-জটিল প্রশ্নের জন্ম দিয়ে চলছে। অর্থাৎ ‘?’ চিহ্নটির বিলোপ সাধন বা সমাধান-সঙ্কেতাচণ ভাববাদ ছাড়া কথিত নাস্তিক্য বিজ্ঞানবাদে কোন দিনই হয়নি বা হবে না। ভাববাদে প্রশ্ন কমিয়ে দেয় পক্ষান্তরে কথিত বিজ্ঞানবাদে প্রশ্নের উত্তরে অধিক প্রশ্ন অর্থাৎ অভাব-চাহিদা বাড়িয়ে দেয়। দুটোরই প্রধান লক্ষ্য ‘শান্তি’ বা ইসলাম। আর এ দু’টোকে যারা ভিন্ন করে দেখে বা দেখতে চায় তারা দ্বিমুখী বা বহুমুখী সাম্প্রদায়িক বা কট্টর মৌলবাদী বা মোনাফেক অথবা বিকারগ্রন্থ (ধর্ম ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও অনুরূপ)। কারণ প্রচলিত ভাববাদ বিজ্ঞান ছাড়া এক কদম যেমন চলতে পারে না অনুরূপ নাস্তিকরাও ভাব-চিন্তা, আগামী কালকের অদৃশ্য আশা-ভরসা ও বিশ্বাস ছাড়া এক সেকেডও মুক্ত থাকতে পারে না। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপর আন্তিক-নাস্তিক সমভাবেই বিশ্বাসী।

এযাবৎ কালের ভাববাদ বিবর্জিত কথিত বিজ্ঞানের যাত্রা থেকেই সাময়িক ব্যতীত চূড়ান্ত ফলাফল শুভ নয়, শান্তি নয় বরং ভয়াবহ! বিভৎস, কুৎসিত অর্থাৎ আনসিভিলাইজড (প্রধানতঃ)। এমন ভয়াবহ যে, আন্তিক-নাস্তিকসহ গোটা দুনিয়ার অস্তিত্বের প্রশ্নের সম্মুখীন! যে বিজ্ঞান নিজেই স্ব কর্মের পদে পদে, মূহুর্তে মূহুর্তে ধর্মিকর সম্মুখীন সে অবিজ্ঞানকে চূড়ান্ত অভিশাপ, ইরিসের প্রতারণা ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন পরিচয় আছে বলে সন্দেহ নেই (প্রধানতঃ); তার একমাত্র কারণ ভাববিহীন বিজ্ঞান! ভাববাদীদের (উগ্র/ শরিয়ত) হাতে লাঠি-শোটা, তাবিজ-তুমার, দোয়া-পানাহ, যার দ্বারা পৃথিবী তো দূরের কথা ১ থেকে ১টি পরিবার অথবা একদল সনাক্ত সৈন্যের বেশি বিনাশ করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে বস্তবাদী দ্বারা মূহুর্তের মধ্যে দুনিয়া ধ্বংস করার জন্য ১ জন লোকই যথেষ্ট। সম্প্রতি বিজ্ঞানের সুখ-শান্তি অর্থাৎ ইসলামের নামে ঔষধের বোতল, লিপিস্টিক, শিশুর ফিডার, এক খিলকি পানের কোঁটা, ঔষধের ডিসকা, সখির জন্য একটি গেঞ্জি, আকর্শক নারী রোগের একটি প্যাড প্যাকেট

বহনে; চলতে ফিরতে ঠুনকো ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করতঃ ভয়াবহ অবিশ্বাস, অশান্তি সৃষ্টি করে চলছে, যার ৯৫ ভাগই ভাববাদে বিশ্বাস করে; অর্থাৎ পথিকের সঙ্গে পিস্তল-বোমা থাকতেও পারে নাও পারে। সুতরাং আন্তিক-নাস্তিক সমভাবেই ভোগে। কথিত বিজ্ঞানের দান ধীরে ধীরে এমনকি বিজ্ঞানীদেরকেও উদ্ভ্রান্ত করে চলছে। অর্থাৎ ভাববাদ-ধর্মবিহীন বিজ্ঞানের সূত্র খাল কেটে কুমীর আনা বা আপন নাক কেটে অপরের শান্তি ভঙ্গ করা (শতভাগ নয়)।

কথিত বিজ্ঞানের দানে যতজন রোগী বাঁচায়! সেই বিজ্ঞান দিয়েই সচরাচর গড়-পরতায় ততো-ততোধিক সুস্থ, সবল, নিরীহ পশু-পক্ষি, গাছ-পালা মানুষসহ প্রকৃতির মারাত্মক বিপর্যয় ঘটায়! আত্ম রক্ষার অহিলায় নিরীহ মানুষের উপর অতিরিক্ত চাঁদা-ট্যাক্স চাপিয়ে একদল নিরীহ ষাঁড়-হায়েনাদের একদিকে ঘি-মাখন অন্যদিকে কোট মার্শালের ভয় দিয়ে মানবিক স্বাধীনতা হরণ করে দলিয় ঘৃণ্য স্বার্থে রবোট তৈরী করে রেখেছে। আর এজন্য খরচ হয় দুনিয়ার অর্ধেক সায়-সম্পত্তিসহ প্রায় পুরো মাথাটাই। বহুলাংশে বিজ্ঞান দায়ি না হলেও সর্বাংশে বিজ্ঞান নির্ভরশীল বটে।

যে বিজ্ঞান ধংসের ইতিহাস রচনা করে, চাহিদা বাড়ায়, প্রশ্ন বাড়ায়, ধংসের ভূত-ভবিষ্যৎ বানী শুনায় (ভাববাদ নয় তো!) সে বিজ্ঞানের মুখে ইসলাম বা শান্তির বানী ধৃষ্টতা, চরম প্রতারণা ছাড়া আর কি?? নাস্তিক্য বিজ্ঞান হিংসা, অহংকার ও ভোগের চাহিদা বাড়ায়; যেহেতু তাদের পাপ-পুণ্যের বা জবাবদিহিতার ভয়-ডর নেই, পেট খারাপেরও আশংকা নেই! ভায়াগ্রার অভাব নেই! আর এইডস্ এর প্রতিশোধকের অপেক্ষায়! সুতরাং দলে দলে এইডস্ ঘটানো কিছু পরোয়া নেই। নাস্তিক্য বিজ্ঞানের সূত্র হলো ‘বাঁচার জন্য খায়-খাওয়ার জন্য বাঁচে;’ পক্ষান্তরে ধর্ম বিজ্ঞানের সূত্র হলো ‘বেঁচে আছে বলেই খায়।’

মৌলবাদী বিজ্ঞান মদের সূত্র (সাময়িক ভালো পরিণাম ভয়াল) বা প্লাস + মাইনাস = মাইনাস ফরমুলায়, নারী দৃষ্টি নিয়ে (দু’হাত পরে, আগে পিছে দেখে না; নারী বলতে বিশেষ করে গায়ে-গতরে নারীকেই বুঝানো হয়নি! যাতে যৌগ মহিয়সী তছলিমা, ক্লিওপেট্রা বা হাসিনা-খালেদার উপমা হাজির করতে হয়) শরিয়তের মতই বাম পথে অগ্রসর হচ্ছে!

পক্ষান্তরে ভাববিজ্ঞানের পদে পদে জবাবদিহিতার ভয়-ডর আছে বলেই প্রেম বাড়ায়, অহংকার কমায়; চাহিদা পূরণে যোগান বাড়ানোর চেয়ে চাহিদা নির্মূল করে।

শরিয়তের কথা আলাদা! কিন্তু তাদের হাতে কাদের তৈরী অস্ত্র? বৃষ ভাবছিল পৃথিবী হত্যার নায়ক! বিশ্ব সম্রাসী নোবেল প্রাপ্ত আইনষ্টাইন একমাত্র তাদেরই; আইনষ্টাইন ভাবছিল এ্যাটম একমাত্র তারই। এটুকু অদূরদর্শী গায়েবী বিশ্বাস করে বস্তুবাদীরা ভাববাদীদের জড়িয়েই আজ লেজে গোবরে একাকার। অবিজ্ঞানের আধুনিক বিশ্বব্যাপী ঘরে-বাইরে সন্দেহ, হতাস-হাহুতাস, উৎকণ্ঠা, বিভ্রমিকা (ভাববাদ নয় তো!) বা লাইলাতুল কদর (চরম অন্ধকার যুগ)! যে বিজ্ঞানের আখেরী ফল শূণ্য; সে অবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান যারা বলে তারাই আজ স্বঘোষিত নাস্তিক। এদের মানবতাবাদ মনের ভিতরেই (ভাববাদী?), প্রকৃত বিজ্ঞানের ভিতরে বা বাহিরে নয়।

ধংসের জন্য যে যত বড় অস্ত্র আবিষ্কার করতে পারে, যার যত বেশি ধংসের অস্ত্র ভান্ডার, ষাঁড়-হায়েনা পালের সংরক্ষিত ক্ষেত-খামার, গণায় সংখ্যাধিক্য! সে তত বড় মাপের শ্রেষ্ঠ সন্ধানী লোক বলে যে সমাজ স্বীকৃতি দেয় সে সমাজ বরং পশুর চেয়েও অধম, আনসিভিলাইজড বললে অভিমান করার যুক্তি দুর্বল! শিক্ষিত ইতর শ্রেণী! কোরানে জনাব ইব্রিসের কথা মিথ্যা বলার যুক্তি কোথায়!

প্রকৃত বিজ্ঞানী সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ এবং তারাই যাদের আবিষ্কারে এমনকি কল্যাণ না হলেও অকল্যাণ প্রমাণ করা যায় না। তাদের আবিষ্কারে রিএ্যাকসান নেই বরং কল্যাণকর মাল্টি এ্যাকসন থাকে। তবুও এই বিজ্ঞানের কটর সমালোচনার অর্থ বিরোধিতা নয়; কখন কালেও তার বিরুদ্ধে নেই; কারণ কিশোর বিজ্ঞানীদের আকুল বয়স নবী-রাহুলদের চেয়ে খুব একটা কম। আন্তিক হয়েও যে কারণে শরিয়তের কটর সমালোচনা করা হয়; নাস্তিক হয়ে ঠিক সেই কারণেই মৌলবাদী বিজ্ঞান ও উন্নতদের সমালোচনা করা হয়, উপাঙ্গ আলাদা মাত্র।

একই মানব গোষ্ঠির সকল দল, সকল জাতি, সকল মত, সকল পথ, সকল মানুষের একক নিয়ত একক প্রচেষ্টা ইসলাম বা শান্তি, মোসলেম বা মানবতা বরণ ও ধারণ। পক্ষান্তরে সকলের দ্বারাই অশান্তি, অরাজগতা, বিভৎসতা উত্তরোত্তর বিস্তার লাভ করছে! এ এক অলৌকিক ঘটনা বটে!

কিন্তু কারণ কি!

কারণ বিজ্ঞান নয়, স্রষ্টা নয়, আস্তিক-নাস্তিক নয়, শরিয়ত নয়, পৌত্তলিক নয়, অভাব নয় বরং স্বভাব! এই সেই! যার অপর নামই ধর্ম। প্রধানতঃ লোভ, হিংসা, মোহ ও ক্রোধই সকল সমস্যার সর্ব প্রথম ও সর্বশেষ উপাদান! যা ধর্ম গ্রন্থের অতি পুরাতনের বহু পুরাতন কথা। এই মূল সমস্যাটির কথা কথিত কোন বিজ্ঞানের বই-জার্নালে লেখা নেই, সমাধানও নেই! বিবেকের গায়ে লেখা আছে বলে অদ্যাবধি প্রমান পাওয়া যায়নি। তাই 'ধর্ম গ্রন্থ বা কোরানই বলে দিতে পারে সকল সমস্যার সমাধান সূত্র।' কথাটা এত সহজে উড়িয়ে দেয়ার ছলিড নাস্তিক অতীতেও জন্ম হয়নি! ভবিষ্যতেও জন্ম হবে না। যে কোন সমস্যা, সংঘাত সমাধানে ঐ ৪টি জটিল আবার একেবারে সহজ রোগ নির্মূল ছাড়া বিকল্প এ্যাটম, রকেট, দৈত্য ক্যামেরা, কম্পিউটার বা অন্য কোন সূত্র-সূত্রী বা মন্ত্র-মন্ত্রী নেই। এজন্যই কোরান বলছে, বিশ্বাসীদের জন্য সহজ, বিদ্রোহীদের (ইব্রিসগণ) জন্য জটিল। কিন্তু কে সেই বিশ্বাসী/বিশ্বস্থ মোসলেম বা মনুষ্যত্ব???

ভাবুক হন মহা জ্ঞানী-বিজ্ঞানী এই ভেবে যে, আধুনিক বিশ্বের সর্বত্র ঝগড়া-ফাছাদের সুক্ষ্ম বস্ত্র ধর্ম এবং বিষয়বস্ত্র হলো: সীমানা আর কর্তৃত্ব! মাটি, পানি আর বাতাস নিয়ে! যার কোনটাই তাদের বাপ-দাদা চৌন্দ পুরুষ সৃষ্টি করেননি! আবিষ্কারও করেনি। ছান্দাম, বুস, লাদেন যা করছেন তা পরিবার বা অজ পাড়া-গাঁয়ে ছদু-মদুরা অহরহ অবিকল ঘটাচ্ছে। এজন্যই কোরান বলছে, নির্ধারিত ভাগ্য দিয়েই জড়ায়ু থেকে ঘাড় ধরে বের করা হয়। পরবর্তিতে কালের সুযোগ, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতায় ঐ নির্ধারিত ভাগ্যেরই ক্ষেত্র বা ক্ষেত্রটির প্রসার লাভ করে মাত্র।

বিজ্ঞানীদের উচিৎ ছিল এমন মাত্র ৪টি ট্যাবলেট আবিষ্কার করা যাতে ঐ ৪টি রোগ থেকে নিজেরা ও সাধারণ মানুষ সহজেই মুক্তি পেতে পারে। সকলেই বলে, সকল কিছুর সৃষ্টি প্রধানতঃ পানি থেকে; তাই বৈজ্ঞানিকদের উচিৎ ছিল পানি, মাটি বা বাতাস খেয়ে জীবন ধারণের সহজ উপায় আবিষ্কার করা! একটি শামুক যদি না খেয়ে ৬ মাস বাঁচতে পারে, সাভা (সাভার তেল) শুধু বাতাস খেয়েই বাঁচতে পারে! তবে মানুষ পারছে না কেন! ঘাঁস খেয়ে ৩০/৪০ বৎসর বাঁচতে পারে, নেপালের কিশোর বুদ্ধ বাতাস খেয়ে বৎসরাধিক বাঁচতেছে সেখানে আমাদের বিজ্ঞানীরা এ সমস্ত নিদর্শনগুলি অনুসরণ ও গবেষণা করে সার্বজনীন ব্যবহার উপযুক্ত করছে না কেন! অথবা এমন একটি বহুমুখী মেশিন আবিষ্কার করা যাতে পানি ঢাললেই নির্দিষ্ট সুইচ টিপলে বিভিন্ন মুখ থেকে চাল-ডাল, তেল নুন, ফল-মূল, তরি-তরকারী অথবা পরাটা বিরোয়ানী রান্না বান্না হয়েই বের হয়ে আসে। আর ১ম ও ২য় বিশ্বের জন্য এমন ট্যাবলেট আবিষ্কার করাযাতে জীবনে একটি ট্যাবলেট খেলেই শত শত বৎসর কাটাতে পারে। এমন একটি ক্যাপছুল আবিষ্কার করা যেটাখেলেই মুহূর্তে হাজার হাজার মাইল বেগে গন্তব্যে পৌঁছা যায়; এমন আইড্রপ আবিষ্কার করা যার একফোটা চোখোদিলেই ব্লাক হোলে, মজ্জাল গ্রহে কি আছে তাও উলজ্জা চোখে দেখতে পারে! এমন একটি ট্যাবলেট আবিষ্কার করা যারঅর্ধেক খেলে তাপ কমায়, বাকী অর্ধেক খেলে শীত কমায়! এমন একটি স্প্রে আবিষ্কার করা যা স্প্রে করা মাত্র শুনামীকুনামী, হারিকেন, ভূ-ধ্বস মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যায়!

নূরা পাগলা আজও ১৪০ বৎসর যাবৎ বেঁচে আছেন। পক্ষান্তরে এমন একজন ডাক্তার নেই বা ছিল না, যিনি শত বৎসরের উর্ধ্বে বেঁচে ছিলেন বা বাঁচবেন! তবুও রবোটিক ডাক্তারদের (?) মান ও হুষ্ (মানুষ) হয় না।

বামবাদী বিজ্ঞানের দানে এযাবৎ মানুষ হয়ে মানুষ খুণের নেশায় যত সময়, যত সহায় ব্যায় করেছে তার অর্ধেক অর্থে ইচ্ছা করলে আর একটি পৃথিবী না হোক একটি বেবীলনীয় উপ-মহাদেশ তৈরী করতে পারতো। পক্ষান্তরে যেটায় আছে বরং সেটাই ধংস করার জন্য কোমরে এ্যাটম বোমা বেঁধে ভায়াগ্রার প্রশংসা করছে। আর মোল্লাদের গুলতিবাসধারী সন্ত্রাসী ফতোয়া দিয়ে ইসলামের (শান্তির) নেশায় বৃদ্ধ হয়ে পশু-পক্ষিসহ নির্মূল করছেন!

আজকের কিশোর বিজ্ঞানবাদ একেবারেই যে বসে আছে তা নয়, তবে এতদ্বিষয় তাদের সময় নষ্ট করার সময় খুবই কম এবং তারা সকলেই সিংহ, হায়নার থাবার আওতায়; তা 'ছাড়া বাঁচে মাত্র ৬৫ বৎসর। পঞ্চাশত্রে ৯৫০ বৎসর বেঁচে থাকারও একটি আধুনিক কাল গত হয়েছে। কচ্ছপ-কুমীর আজও ৩শ/৫শ বছর ডাক্তার কবিরাজ ছাড়াই বেঁচে থাকেন। এ সমস্ত নিদর্শন নতুন নয়।

মাত্র কয়েক হাজার বছর পূর্বের মমির রহস্য উদ্‌ধার করতে শত শত বছর লেগেছে; পিরামিডের বিশাল থাক্‌ থাক্‌ পাথর প্লেট কিভাবে স্থাপন করলো তার সূত্র-রহস্য এখনও ধারণা মাত্র। বিলকিসের সিংহাসন পলকের মধ্যে ছোলায়মানের দরবারে আনায়াণ, এক ঘুমে ৩শ বছর গুজার। কৃষন, ছোলায়মান, মোহাম্মদ এমনকি ভগবান রজনীশের শত হাজার কামিনী ভোগের বিজ্ঞান সূত্র কি ছিল! বিশ্বাস করা যায় যে তারা অবশ্যই ভায়াগ্রা সেবন করেন নি! বিষ, সাপের বিষ প্রতিশোধক আবিষ্কার করতে কয়েকশ বছর নষ্ট করেছেন। অথচ কয়েক হাজার বৎসর পূর্ব থেকেই বেজী, বিড়াল, পশু-পক্ষি তা আবিষ্কার করে আজও ব্যবহার করছে! 'আধুনিক' শব্দটির ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা বটে! অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব কালটিই আধুনিক!

বিজ্ঞান বলছে মহা বিশ্ব সৃষ্টি হতে ১ সেকেন্ডের ট্রিলিয়ন ভাগের একভাগ সময়ও লাগেনি। এর অর্থ হলো কালের দৃষ্টিতে মহা বিশ্ব সৃষ্টিও নয় অসৃষ্টিও নয়। আর ঐ যে 'নয়' তাহাও কিছু নয় এবং 'কিছু'ও কিছু নয়, তবুও কিছু। কোরান তাই বলে যে, 'কোরান যেমন মোহকামাত তেমনই মোতাশাবেহাত।'

পত্রিকায় প্রকাশিত কোন এক লেখক বিষয়টি কোরানের 'কুন ফাইয়াকুণ' বাক্যের সাথে মিলে যায় বলে দাবি করেছিলেন; তাতে নাস্তিকগণ অভিমান করেছিলেন কি না জানা নেই। তা 'ছাড়াও পরিবারে, সমাজে, দেশে, অফিস-আদালতে কম-বেশি 'কুন ফাইয়াকুণ' শক্তিদারী মানুষের অভাব নেই।

ভাববাদ ও বস্তুবাদ রতারাতিভাবে জড়িত; তাতেও পরিষ্কার নয় বরং একই জীবণ + দেহ। 'ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না।' অর্থাৎ ভাব খাটিয়ে বিজ্ঞান কর, অন্যথায় হতাস হতে হবে। বস্তু দেখে আকর্ষণ বা ভাবের উদয় হয়; ভাব দেখে ঝোপ বুঝে কোপ মারে। চোখ বুজলে ভাব, চোখ খুললে বিজ্ঞান। সবই কর্মবাদ, বিজ্ঞানবাদ, সবই ধর্মবাদ। অদৃশ্য থেকে দৃশ্য; দৃশ্যই অদৃশ্য হয়। জেতাগণ যদি মরতে পারে তবে মরাগণ জেতা হতে পারবে না কেন?? পঞ্চাশত্রে কোরান বলে জেতাগণ মরে-মরাগণ জেতা হয়।

ভাববাদ থেকেই বস্তুবাদের জন্ম আবার বস্তু দেখেই ভাববাদের উদয় হয়। বিষয়টি এমনভাবে জড়িত যেমন জড়িত 'মুরগী আগে না ডিম আগে' দিন আগে না রাত আগে' সত্য আগে না মিথ্যা আগে' জ্ঞান আগে না অজ্ঞান-বিজ্ঞান আগে' 'শ্বাস আগে না প্রশ্বাস আগে' 'জন্ম আগে না মৃত্যু আগে' ইত্যাদির কিছু কিছু সমাধান পাওয়া যায় 'মা আগে না বাপ আগে' প্রশ্নের উত্তরটির মধ্যে আর পাওয়া যায় উপরে বর্ণিত বিজ্ঞানের মহা বিশ্ব সৃষ্টির সময় নিরুপণের মধ্যে।

ভাবের উদয় না হলে বিকর্ষণ হয়; বস্তুদ্বয়ের মিলন জটিল হয়ে পড়ে, ফলে ইসলাম বা শান্তি ভোগে ও সৃষ্টি সম্প্রসারণে বিঘ্ন ঘটে! অগত্যা বস্তুবাদ সূত্র প্রয়োগ করলে অত্যাচার, বলৎকার দোষে দোষী হতে হয়।

### **ধর্ম জ্ঞানের অস্তিত্ব ও প্রয়োজন!**

এ সম্বন্ধে পুনঃ নছিহত করার আরও প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তবুও: কর্ম জ্ঞানের যেমন গুরুত্ব, ধর্ম জ্ঞানের ততোধিক গুরুত্ব। লেদ মেশিনে একটি লোহ টুকরা বা দণ্ড দিয়ে একটি রিং বা একটি বাশী তৈরী করতে কাটা-ছিরা, ঘষা-মাজায় পরিত্যাক্ত অংশের যেমন গুরুত্ব! বডি বিল্ডারের সাথে ব্যায়ামের যেমন গুরুত্ব! খাওয়ার সাথে পায়খানা-পেশাবের যেমন গুরুত্ব! একজন সৈনিকের ইউনিফর্ম, বিশেষ গোফ, পিটি, প্যারেড, সেলুটের (রবোট) যেমন গুরুত্ব! পাতিলের সঙ্গে কুমারের মাটি মথামথি-লাথালথির গুরুত্ব; দেহের সঙ্গে পানির, জামা-কাপড়ের! গাছের সঙ্গে ফলের! ফলের সঙ্গে ছোকলার! মুরগীর সঙ্গে মোরগের! ডিমের সঙ্গে খোসার যেমন গুরুত্ব! ধর্ম জ্ঞানের গুরুত্ব ও প্রয়োজন তার চেয়েও ঢের ঢের বেশী।

বিনীত-